(একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

নং-শিম/শাঃ১১/৩-৯/২০১১/৪০১ তারিখ ঃ ২০ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
০৬ আষাঢ় ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২

ভূমিকা: দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর) মাদ্‌রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল) ও কারিগরি দীর্ঘদিন যাবত এক শ্রেণির শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোচিং পরিচালনা করে আসছেন। এটি বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের সাথে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন; যা পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকগণ হিমশিম খাচ্ছেন। এছাড়া অনেক শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কোচিং এ বেশি সময় ব্যয় করছেন। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ সম্পর্কিত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৩৬৬/২০১১ এর আদেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর কোচিং বাণিজ্য বন্ধে একটি গেজেট নোটিফিকেশন বা অন্য কোনরূপ আদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি ও হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকার কর্তৃক এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

শিরোনাম:

এ নীতিমালা "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২" নামে অভিহিত হবে।

অনুচ্ছেদ-০১ সংজ্ঞা :-

(ক) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** এ নীতিমালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে সরকারি/বেসরকারি স্কুল (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক), কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর) মাদ্‌রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল) ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝাবে।

(খ) **কর্তৃপক্ষ:** কর্তৃপক্ষ বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে (১) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত/ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে। (২) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি (৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে।

(গ) **শিক্ষক:** শিক্ষক বলতে উপানুচ্ছেদ (ক) এ বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদানরত সকল শিক্ষককে বোঝাবে।

(ঘ) **শিক্ষার্থী :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বোঝাবে।

(ঙ) **অভিভাবক:** অভিভাবক বলতে উপানুচ্ছেদ (ক) এ উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, পিতা মাতার অবর্তমানে আইনসম্মত অভিভাবককে বোঝাবে।

(চ) **কোচিং :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকের নির্ধারিত ক্লাশের বাইরে বা এর পূর্বে অথবা পরে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে/বাইরে কোন স্থানে পাঠদান করাকে কোচিং বোঝাবে।

(ছ) **কোচিং বাণিজ্য:** উপানুচ্ছেদ (চ) অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয়/দৈনিক/স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি,,পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার, দেয়াল লিখন অথবা অন্য কোন প্রচারনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে বোঝাবে।

(জ) **প্রাইভেট টিউশনি:** প্রাইভেট টিউশনি বলতে শিক্ষকের নিজ গৃহে কিংবা শিক্ষার্থীর গৃহে পাঠদান বোঝাবে।

(ঝ) **প্রতিষ্ঠান প্রধান:** উপানুচ্ছেদ (ক)এ উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানকে (অধ্যক্ষ, সুপার, প্রধান শিক্ষক) বুঝাবে।

(ঞ) শাস্তি : শাস্তি বলতে কর্মরত শিক্ষকগণের কোচিং বাণিজ্যে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ ১৩-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাকে বোঝাবে।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম চলাকালীন শ্রেণি সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষক কোচিং করাতে পারবেন না। তবে -

(ক) আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে শুধুমাত্র অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে মেট্রোপলিটন শহরে মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০/-(তিনশত) টাকা, জেলা শহরে ২০০/-(দুইশত) টাকা এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা রশিদের মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ক্লাস পরিচালনার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফি আকারে গ্রহণ করা যাবে যা সর্বোচ্চ ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকার অধিক হবে না। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান স্ববিবেচনায় এ হার কমাতে/মওকুফ করতে পারবেন। একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২(বার) টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) এই নীতিমালার আওতায় সংগৃহীত ফি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়ন্ত্রণে একটি আলাদা তহবিলে জমা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং সহায়ক কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ ১০% অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থ অতিরিক্ত ক্লাসের কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে অতিরিক্ত সময় ক্লাস পরিচালনার অন্যান্য খরচ উল্লিখিত অর্থের বাহিরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে আদায় করা যাবে না। এছাড়া কোন ক্রমেই উক্ত খাতের অর্থ অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

৩। কোন শিক্ষক তার নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে দৈনিক বা প্রতিদিন অন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমিত সংখ্যক {১০ (দশ) জনের বেশী নয়} শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা (রোল, শ্রেণী উল্লেখসহ) জানাতে হবে।

৪। কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন কোচিং সেন্টারে নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত হতে পারবেন না বা নিজে কোন কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারবেন না বা কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে পারবেন না।

৫। কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিংএ উৎসাহিত বা উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করতে পারবেন না। এমনকি কোন শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন/প্রচারণা চালাতে পারবেনা।

৬। কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিংএ আসার জন্য তার নিজ নামে বা কোচিং সেন্টারের নামে কোন রকম প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি কোচিং বাণিজ্য রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় প্রচারণা এবং অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করবেন।

৯। কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে না।

১০। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

১১। মনিটরিং : কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণিত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হলো:

(ক) **মেট্রোপলিটন/ বিভাগীয় এলাকার ক্ষেত্রে**

১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)----------------------------সভাপতি
২। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি
৩। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ
৪। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ
৫। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/সুপার
৬। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক
৭। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক
৮। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষানুরাগী
৯। উপ-পরিচালক (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)--------------------- সদস্য সচিব

(খ) **জেলার ক্ষেত্রে**

১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/শিক্ষা ও উন্নয়ন) ------------- সভাপতি
২। জেলা প্রশাসকের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি
৩। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ
৪। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/সুপার
৫। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক
৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক
৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষানুরাগী
৮। জেলা শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা) --------------------- সদস্য সচিব

(গ) **উপজেলার ক্ষেত্রে**

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার---------------------------------- সভাপতি
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/সুপার
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষানুরাগী
৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) ------- সদস্য সচিব

১২। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালার প্রয়োগ এবং এ ধরনের কাজকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩। **শাস্তি:**

(ক) এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর এমপিও স্থগিত, বাতিল, বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন।

(খ) এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও বিহীন কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) এমপিও বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িত শিক্ষক এর বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সরকার পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়াসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি, অধিভুক্তি বাতিল করতে পারবে।

(ঙ) সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি মালা ১৯৮৫ এর অধীনে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪। জনস্বার্থে এ নীতিমালা জারি করা হল এবং এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ২০/০৬/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

নং-শিম/শাঃ১১/৩-৯/২০১১/৪০১

তারিখ ঃ ২০ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ০৬ আষাঢ় ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ/উন্নয়ন/কলেজ/কারিগরি ও মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ....
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিরপুর, ঢাকা
৭. যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক/অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কোষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
১০. চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), নায়েম ভবন, ধানমন্ডি, ঢাকা
১১. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
১২. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর
১৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
১৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা
১৫. জেলা প্রশাসক (সকল) ....
১৬. অধ্যক্ষ..........................
১৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)..................
২০. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)..........
২২. সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২৩. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) ....
২৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)...................
২৫. প্রধান শিক্ষক ....

(এস.এম. আনছারুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১(অফিস)